গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিল্প মন্ত্রণালয়
প্রশাসন অনুবিভাগ
৯১, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা
www.moind.gov.bd

বিষয়: শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা ও অংশীজনের সমন্বয়ে "তথ্য অধিকার আইন ও বিধিবিধান সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধি" সংক্রান্ত সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	মোহাম্মদ সালাউদ্দিন যুগ্মসচিব (প্রশাসন) শিল্প মন্ত্রণালয়
তারিখ	২৪ মে ২০২৩ খ্রি.
সময়	বেলা: ১২.০০ ঘটিকা
সভার স্থান	ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) এর সম্মেলন কক্ষ

সভার উপস্থিতি: পরিশিষ্ট 'ক' দ্রষ্টব্য

সভাপতি সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভা শুরু করেন। তিনি জানান, তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ অনুযায়ী প্রজাতন্ত্রের কর্মচারী ও জনগণের সেবক হিসেবে সেবা প্রার্থী/আবেদনকারীদের তথ্য সরবরাহ করতে বাধ্য। এছাড়া জনগণ প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক ও জনগণের ক্ষমতায়নের জন্য তথ্য অধিকার নিশ্চিত করা অত্যাবশ্যক। তিনি আরো জানান, তথ্যের অবাধ প্রবাহ এবং জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিতকরণ করা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। অতঃপর তিনি আলোচ্যসূচি মোতাবেক সভা পরিচালনার জন্য শিল্প মন্ত্রণালয়ের উপসচিব (এপিএ, শুদ্ধাচার ও অভিযোগ নিষ্পত্তি) ড. মো. সাইফুল ইসলাম-কে অনুরোধ করেন।

০২। সভার আলোচ্যসূচি অনুযায়ী শিল্প মন্ত্রণালয়ের তথ্য অধিকার কর্মকর্তা সভায় জানান, শিল্প মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) এর তথ্য অধিকার সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনা ২০২২-২০২৩ (সংযোজনী-৯) এর কার্যক্রম নং ১.৫ অনুযায়ী তথ্য অধিকার আইন ও বিধি-বিধান সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধিকরণের বিষয়টি উল্লেখ রয়েছে। তারই ধারাবাহিকতায় তথ্য অধিকার সম্পর্কিত শিল্প মন্ত্রণালয় এবং মন্ত্রণালয়াধীন দপ্তর/সংস্থার APA, NIS, GRS ও তথ্য অধিকার কর্মকর্তার সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং উপস্থিত অংশীজনসহ জনসচেতনতা বৃদ্ধিকরণের নিমিত্ত এ অর্থবছরের ৩য় সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। তিনি আর বলেন, যে কেউ তথ্য চেয়ে আবেদন করতে পারেন। তথ্য সরবরাহে কাউকে হয়রানি না করে দ্রুত তথ্য সরবরাহ করতে হবে। তিনি আরও বলেন, সময়মতো তথ্যে সরবরাহ নিশ্চতকরণে শিল্প মন্ত্রণালয়াধীন সকল

দপ্তর/সংস্থায় বিকল্প তথ্য অধিকার কর্মকর্তা নিয়োগ করতে হবে। তিনি সভায় তথ্য অধিকার আইন- ২০০৯ এবং সংশ্লিষ্ট বিধিমালাসমূহের সারসংক্ষেপ উপস্থাপনের জন্য মন্ত্রণালয়ের উপসচিব (এপিএ, শুদ্ধাচার ও অভিযোগ নিষ্পত্তি) ড. মোঃ সাইফুল ইসলাম-কে অনুরোধ করেন।

০৩। মন্ত্রণালয়ের উপসচিব (এপিএ, শুদ্ধাচার ও অভিযোগ নিষ্পত্তি) বিগত ০৬/৩/২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার অগ্রগতি সভায় উপস্থাপন করেন। অতঃপর পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপনার মাধ্যমে তিনি তথ্য অধিকার আইনের ঐতিহাসিক পটভূমি, তথ্য অধিকারের আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট, তথ্য অধিকার আইনের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি বাংলাদেশে তথ্য অধিকার আইনের ইতিহাস , তথ্য অধিকার আইনের উদ্দেশ্য, **তথ্য অধিকার, তথ্য সংরক্ষণ, প্রকাশ ও প্রাপ্তি, তথ্য প্রকাশ, যে সকল তথ্য প্রকাশ বা প্রদান বাধ্যতামূলক নয়, এক নজরে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯, তথ্য কমিশন প্রতিষ্ঠা, গঠন, ক্ষমতা এবং কার্যাবলি, অভিযোগ দায়ের, আপিল ও নিষ্পত্তি, অব্যাহতি প্রাপ্ত দপ্তর/ সংস্থা, , জরিমানা এবং আইনের ৮টি অধ্যায়, ৩৭টি ধারা ও ১টি তফসিল নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। তাছাড়াও তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর ধারা ৩৩ ও ৩৪ এর প্রদত্ত ক্ষমতা বলে সরকার কর্তৃক প্রণীত তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯, তথ্য অধিকার (তথ্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা) প্রবিধানমালা, ২০১০, তথ্য অধিকার (তথ্য প্রকাশ ও প্রচার) প্রবিধানমালা ২০১০, তথ্য অধিকার (অভিযোগ দায়ের ও নিষ্পত্তি সংক্রান্ত) প্রবিধানমালা, ২০১১ ও স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকা সম্পর্কে বিস্তারিত বিষয় সভায় আলোচনা করা হয়।**

তিনি তাঁর উপস্থাপনায় আরও তথ্য অধিকার আইন- ২০০৯ নিঃসন্দেহে একটি উত্তম আইন। ১৭৬৬ সালে সুইডেনে (The freedom of press act) আইন পাশের মধ্য দিয়ে সরকারি তথ্যে জনগণের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করার আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয়। এই আইন প্রণয়ন বাংলাদেশের জন্য একটি যুগান্তকারী ঘটনা। বাংলাদেশে এ আইনটি ২০০৯ সালে প্রণয়ন করা হয়। জনগণের ক্ষমতায়নে এটি একটি মাইলফলক। আইনটির অনন্য বৈশিষ্ট্য হলো দেশের প্রচলিত অন্য সকল আইনে কতৃর্পক্ষ জনগণের ওপর ক্ষমতা প্রয়োগ করে থাকে; কিন্তু এ আইনে জনগণ কতৃর্পক্ষের ওপর ক্ষমতা আরোপ করে। এটি একটি শক্তিশালী নাগরিকবান্ধব আইন; সাবর্জনীন ও আলোকিত আইন। যা সবর্স্তরের নাগরিককে রাষ্ট্রের তথ্য পাওয়ার অধিকার দেয়। এ সংশ্লিষ্ট তথ্য সকলের নিকট ব্যাপক প্রচার ও অবগতির জন্যে হ্যান্ড আউট আকারে সরবরাহ করা হয়েছে। তথ্য গোপনীয়তার সংস্কৃতি হতে বের হয়ে জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করার নিমিত্ত তথ্য অধিকার আইনের সফল প্রয়োগ অবশ্যই করতে হবে । এ আইনের সফলতার জন্য জনগণের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে। জনগণ তথ্য না চাইলে এই আইনের প্রয়োগ হবে না, আর মানুষ যত বেশি তথ্য চাইবে এই আইনের প্রয়োগ তত বেশি হবে।

তাই তথ্য অধিকার আইনের সফল প্রয়োগে সরকারের চাইতে জনগণের ভূমিকা অনেক বেশি। আইনটি সুফল ভোগের জন্য সকল পর্যায়ে সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে এবং ফলপ্রসু পরিবীক্ষন ব্যবস্থা চালু করা প্রয়োজন।

০৪। অতঃপর প্রধান অতিথি মহাপরিচালক এনপিও সভায় জানান, এ আইনটি সরকারকে বাধ্য করেছে জনগণের জন্য তথ্য নিশ্চিত করতে এবং যথাসময়ে তথ্য প্রদান না করলে আইনে শাস্তির কথা উল্লেখ রয়েছে। কিছু গোপনীয় বিষয় ব্যাতিত জনগণ এ আইনের মাধ্যমে সকল বিষয়ই জানতে পারে। এ জন্য এ আইনটিকে একটি আলোকিত আইন বলা হয়। তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ অনুযায়ী প্রজাতন্ত্রের কর্মচারী ও জনগনের সেবক হিসেবে সেবা প্রার্থী/আবেদনকারীদের তথ্য সরবরাহ করতে আমরা বাধ্য। এছাড়া জনগণ প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক ও জনগণের ক্ষমতায়নের জন্য তথ্য অধিকার নিশ্চিত করা অত্যাবশ্যক। তিনি আরো জানান, তথ্যের অবাধ প্রবাহ এবং জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিতকরণ করা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। তাই সকল পর্যায়ের নাগরিক ও চাকরিজীবি আইনটি সম্পর্কে জানা প্রয়োজন।

তাছাড়া বিএসএফআইসি'র খন্দকার নুর এলাহী জুয়েল বলেন, কত দিনের মধ্যে তথ্য প্রদান করতে হবে এ বিষয়ে জানতে চান এবং সঠিক সময়ে তথ্য প্রদান না করলে সে সম্পর্কে জানতে চান। বিসিআইসি'র কাজী আশরাফুল ইসলাম জানতে চান মাঠ পর্যায়ে এ ধরণের সভা আয়োজনের প্রয়োজন রয়েছে। তিনি আরও বলেন, বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ত্ব প্রতিষ্ঠানের তথ্যসমূহ সকলের নিকট আরও উন্মুক্ত করা প্রয়োজন এবং ধারা ৭ এর আরও স্পষ্টীকরণ প্রয়োজন। জনাব তানিয়া হাবিব, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি মো ফেরদৌসি ওয়াহিদ, জনাব শিহাব হোসাইন এ আইনের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে তথ্য জানতে চান। উপস্থিত অনেকে তথ্যের অবাধ প্রবাহ এবং জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিতকরণের বিষয়ে তাদের বিভিন্ন মতামত তুলে ধরেন। বিশেষকরে তৃণমূল পর্যায়ে জনগনের মাঝে এ আইনের বিষয়ে আরও অবহিত করার বিষয়ে মতামত প্রকাশ করেন।

০৫। সভায় বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নরুপ সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়-

ক) তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তথ্য প্রাপ্তির শতভাগ আবেদন নিষ্পত্তি করতে হবে।

খ) দপ্তর/সংস্থার সকল ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা মনোনয়নকরত: নাম, পদবী, মোবাইল নম্বরসহ ওয়েটসাইটে আপলোড করতে হবে।

গ) শিল্প মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) এর তথ্য অধিকার সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনা ২০২২-২০২৩ (সংযোজনী-৯) এর কার্যক্রম নং ১.২ বাস্তবায়নে স্বত:প্রণোদিতভাবে প্রকাশযোগ্য তথ্য হালনাগাদকরণ করে ৩০/৬/২০২৩ তারিখের মধ্যে এয়েবসাইটে প্রকাশ

করতে হবে এবং সে অনুযায়ী সকল দপ্তর/সংস্থার ওয়েবসাইটে হালনাগাদ তথ্য আপলোড করতে হবে।

ঙ) তথ্য বাতায়নে সকল সেবাবক্স প্রতি ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে হালনাগাদ করতে হবে।

চ) বিভিন্ন প্রকাশনা ও তথ্যাদি নিয়মিত তথ্য বাতায়নে প্রকাশ করতে হবে।

ছ) তথ্য অধিকার আইন- ২০০৯ ও বিধিবিধান সম্পর্কে মাঠ পর্যায়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে।

জ) তথ্য অধিকার বিষয়ে দপ্তর/সংস্থা মাঠপর্যায়ের ষ্টেকহোল্ডারদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

ঝ) তথ্য অধিকার সংক্রান্ত প্রত্যেকটি ত্রৈমাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন নির্ধারিত সময়ে ওয়েবসাইটে/তথ্য অধিকার সেবা বক্সে প্রকাশ করতে হবে।

ঞ) তথ্য সরবরাহে কাউকে হয়রানি না করে দ্রুত তথ্য সরবরাহ করতে হবে।

০৬। সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষনা করা হয়।

স্বাক্ষরিত/-
২৬/০৬/২০২৩
(মোহাম্মদ সালাউদ্দিন)
যুগ্মসচিব
শিল্প মন্ত্রণালয়

নং ৩৬.০০.০০০০.০৪১.৩১.০০১.১৯.১১৫ তারিখ: ২৩/১২/২০২১ খ্রি.

বিতরণ: (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

১। মহাপরিচালক, বিএবি / এনপিও, ঢাকা
২। রেজিষ্ট্রার, পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর, ঢাকা।
৩। যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা) ও বিকল্প তথ্য অধিকার কর্মকর্তা, শিল্প মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৪। উপসচিব (সাধারণ সেবা), শিল্প মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৫। উপসচিব (এপিএ, শুদ্ধাচার ও অভিযোগ নিষ্পত্তি), শিল্প মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৬। উপসচিব (প্রশাসন), শিল্প মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৭। প্রধান বয়লার পরিদর্শক, বয়লার পরিদর্শকের কার্যালয়, ঢাকা।
৮। সিস্টেম এনালিস্ট, শিল্প মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

অনুলিপি:

১। সচিবের একান্ত সচিব, সচিবের দপ্তর, শিল্প মন্ত্রণালয়, ঢাকা (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
২। অতিরিক্ত সচিব (আইসিটি, ইনোভেশন ও পিআরজিআইএম) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, শিল্প মন্ত্রণালয়, ঢাকা(অতিরিক্ত সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
৩। অফিস কপি।

স্বাক্ষরিত/-
২৬/০৬/২০২৩
(মোহাম্মদ সালাউদ্দিন)
যুগ্মসচিব
ও
তথ্য অধিকার কর্মকর্তা
ফোন:+৮৮০২-২২৩৩৫৫৭১৬
E-mail: jsict@moind.gov.bd